Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 443–449
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

স্বদেশ চিন্তা থেকে সাংবাদিকতা : শ্রী মাখনলাল সেন

কৌশিক নন্দী
ই-মেল : kn4552@gmail.com

Keyword
স্বদেশী আন্দোলন, অনুশীলন, আনন্দবাজার পত্রিকা, বিপ্লবী, কংগ্রেস, ভারত পত্রিকা, প্রাদেশিক জাতিয়তাবাদ।

Abstract
স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী, অনুশীলন সমিতির প্রারম্ভিক সময়ের নির্ভীক নেতা শ্রী মাখনলাল সেন, সাংবাদিক ও সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহন করে বিপ্লবী আদর্শকে স্থাপনের ব্রত নিয়েছিলেন। তার কর্মজীবনের ইতিহাস বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগ্রামী আন্দোলনের সহিত ও বাংলা সংবাদপত্রের অভ্যুত্থানের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই ইতিহাস আজ অনেকটাই বিস্মৃত ও অজানা। মানুষের কাছে আজও এই আনন্দবাজার পত্রিকার আদি স্রষ্ঠাদের মধ্যে একজন। তিনি প্রথম নিজ উদ্যোগে আনন্দবাজার পত্রিকার নিশ্চিন্ত অবলুপ্ত হইতে রক্ষা করেছিলেন। পত্রিকা কে জনপ্রিয়তার শিখরে তোলার পর সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার পর নীরবে বিদায় লইয়া আবার নূতন ভাবে ‘জার্নালিস্ট কর্নার’ নামে সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘ভারত’ নামে এক সংবাদ পত্রের প্রকাশ করেন। এই সংবাদপত্র ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল। ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রচারের জন্য তিনি ১৯৪৫ সালে জেল বন্দি থাকেন। তখন সাময়িক ভাবে পত্রিকাটি বন্ধ থাকে। মুক্তিলাভের পর "ভারত" পত্রিকা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হওয়া মাত্র জনসাধারন সাদর ভাবে গ্রহণ করেন। এই সময় বঙ্গদেশে মুসলিম লীগের রাজত্ব ছিল। এই সময় ক্রমাগত মুসলিম লীগ বিরোধী প্রচারের জন্য ভারত লীগ সরকারের রোষানলে পড়েন। তবে ভারত সংবাদপত্র দ্বিতীয় পর্যায় এ যে সমস্ত কাজ করে তাহার মধ্যে উত্তম চাঁদ লিখিত সুভাষ বসুর ভারত হইতে অর্ন্তধ্যান কাহিনির অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সময় কলিকাতার দাঙ্গা পুর্ব সংকল্পিত ছিল কিনা সে সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা লোকে অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করে। দোহা সাহেব এর দুর্নিতী্র বিরুদ্ধে মাখনলালের সম্পাদনায় ভারত পত্রিকাতে দীর্ঘ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কমিউনিস্ট দের কার্যকলাপ সম্পর্কে ভারতে ছয়টি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লোকচিত্ত কে প্রবল ভাবে আলোড়িত করে।পরবর্তী কালে আবার দীর্ঘ মনোমালিন্য এর পর ভারত পত্রিকা বন্ধ করেন। দেশ স্বাধীনতার পর কলকাতা বিষয়ের সাংবাদিক ছিলেন। মাখনলাল সেন বিপ্লবী চিন্তা ধারাকে পাথেয় করে প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদকে তাঁর তেজস্বী লেখনির মাধ্যমে তৎকালীন জন সাধারনের কাছে তুলে ধরে এক যথার্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

Discussion

অবিভক্ত বাংলার অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগিবাড়ী উপজেলার সোনারং ছিল তৎকালীন আমলে এক প্রসিদ্ধ গ্রাম। ওই গ্রামের 'বিশারদ' বংশ ছিল বিখ্যাত। মাখনলাল ওই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি বাংলায় ১২৮৭ সালের ২৯ শে পৌষ। পিতা ছিলেন গুরুনাথ সেন। তৎকালীন চট্টগ্রামের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন্ট। তিনি সরকারি চিকিৎসালয় কাজ করেছেন বাল্যকাল থেকেই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত তাই তাকে "পাগলা মাখন" বলে ডাকত। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত । প্রচন্ড দুরন্ত হলেও সর্বপ্রকার কল্যাণ মূলক কাজের জন্য সবার কাছে পাগলা মাখন হয়ে উঠেছিলেন কাছের মানুষ, হয়ে উঠেছিলেন আর্তের সেবক। পরবর্তীকালে মাখন বাবুর বাবা উত্তরপাড়ায় বদলি হওয়ার দরুন উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়ে ওঠে, যে বন্ধন তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ছিল।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন - উত্তরপাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার পর কলিকাতায় মাখন বাবু সিটি স্কুলে ভর্তি হন। কিছুকাল ওই বিদ্যালয় অধ্যায়ন করার পর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ ও বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় কিছুকাল তার অধ্যয়নের বিরতি হয়। বি. এ পড়বার সময় তিনি বৈপ্লবিক দলের সংস্পর্শে আসেন এবং যুবক ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রচার করা তার প্রধান কার্য হয়ে ওঠে। এই কাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম আসামি দেবব্রত বসুর (পরে যিনি প্রজ্ঞানন্দ স্বামী) নিকট হইতে।[১] বাড়িতে সবাই সরকারি চাকরিজীবি হওয়ার জন্য সবার ইচ্ছে ছিল মাখন বাবুর সরকারি চাকরি গ্রহণ করুক।কিন্তু সকলকে নিরাশ করে মাখন বাবু স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও নিজেকে দেশ সেবার কাজে নিয়োজিত করেন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করার পর তার মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আসে। এই অভাবনীয় পরিবর্তন তার বিপ্লব প্রচেষ্টাকে শতগুণে উৎসাহিত করে।তার বৈপ্লবিক কর্মসূচি শুরু হয় 1907 সাল থেকে নিজের গ্রাম সোনারং থেকে। ওখান থেকেই তিনি সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ওখানকার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর ছাত্র দের কে দেশের দাসত্বের কথা এবং সেই দাসত্ব থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তার কথা তিনি বারবার প্রচার করতে থাকেন ও ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক জাগরণের সৃষ্টি করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে একদল যুবক তার অনুগামী হন এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার ও তার সঙ্গে আর্ত সেবা করা শুরু করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রাবল্যে অনেক বিদ্যার্থী সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ে পড়া ছেড়ে দেয় এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। সোনারং আশেপাশের গ্রামের যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা তৎকালীন যেটি 'গোলামখানা' নামে বহুল মুখে পরিচিত ছিল সেখানে যারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল এবং যাহারা ওই 'গোলামখানা' তেও পড়তে যেতে পারিনি তাদের জন্য মাখন বাবু নিজের বাড়ির ভিটেতে এক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় মাখন বাবু যে কর্ম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন তা অতুলনীয়। সোনারং ছিল প্রধানত রাজ ভক্তদের গ্রাম।প্রকাশ্যে ওই গ্রামে সরকারবিরোধী কোনো কার্য করা অতিশয় দুষ্কর ছিল সুতরাং অতি গোপন রেখে প্রকাশ্যে বিদ্যালয়টিকে সাধারণভাবে পরিচালিত হইত। এই বিদ্যালয় থেকেই আউটসাহীর শ্রী বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত ও মধ্যপাড়ার বীরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওই পরিষদের উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। পরে তারা কর্মজীবনের বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন প্রথমে জামশেদপুর লোহার কারখানায় পরে বোম্বাইতে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রধান রাসায়নিক পদে নিযুক্ত হন। জাতীয় বিদ্যালয় এর শিক্ষকেরা বেতন গ্রহণ করিতেন না।

মাখন বাবু ও সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় এবং অনুশীলন সমিতি– ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাস মহাশয় গ্রেফতার হওয়ার পর তার অনুগামীরা মাখন বাবুকে সমিতির নেতার রূপে বরণ করে নেন[২] এবং তারপর থেকে সমিতির কার্য কলাপ সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে। মাখন বাবু অনুষ্ঠানে সভাপতির নেতৃত্বে পথ

গ্রহণ করার পর সমিতির প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী, শশাঙ্ক হাজরা, নরেন্দ্রনাথ সেন, ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, রমেশ চন্দ্র আচার্য্য, প্রিয়নাথ আচার্য্য, রবি সেন নগেন দত্ত, আশুতোষ দাশগুপ্ত ও তাহার ভ্রাতা ধীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, প্রিয়নাথ সেন প্রমুখ অনুশীলন সমিতির সদস্য এই সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় যোগদান করেন। অনুশীলন সমিতির সদস্য ছাড়াও পরবর্তীকালে সোনারং গ্রাম থেকে অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেন।[৩] বিদ্যালয় চালিত হইত প্রকাশ্যে এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপ গোপনে। এরুপ কৌশল এর সহিত বৈপ্লবিক কার্য এমনভাবে পরিচালিত হতো পুলিশ কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচরেরাও ঠিকমতো বুঝতে পারত না। পুলিশ কিন্তু এই বিদ্যালয়ের উপর সতর্ক নজর রাখত। এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করি। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় মাখনবাবুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইলে **১৯১০** সালের ৭ই আগস্ট তারিখ টঙ্গীবাড়ী থেকে একদল পুলিশ মাখনবাবুকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নৌকাযোগে আসিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। সেসময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা হচ্ছিল।[৪] বিদ্যালয় এর পুলিশ যেমন নজর রাখে সেরকমভাবে মাখন বাবুর লোকও পুলিশের উপর নজর রাখিত। বিদ্যালয়টি ছিল নিতান্ত বিচ্ছিন্ন স্থানে। বর্ষাকালে চারিদিকে জল বেষ্ঠিত থাকিত। সেই সময় মাখন বাবুর লোক খবর দিল পুলিশ আসিতেছে। এক দ্রুতগামী নৌকা সব সময়ে প্রস্তুত থাকিত। পুলিশ আসার পূর্বেই মাখন বাবু ওখান থেকে পলায়ন করলেন।[৫] পুলিশ আসিয়া দেখিল মাখন বাবু সভায় নেই তিনি যে সভায় ছিলেন এমন কোনো সত্য প্রমাণ পুলিশ খুঁজে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চলে গেলেন। এ যাত্রায় মুক্তি পাওয়ার পরেও বিদ্যালয়ের প্রতি পুলিশের সন্দেহ দিনের পর দিন ঘনীভূত হতে থাকলো তাই পুলিশ একদিন অকস্মাত্ বিদ্যালয় হানা দিয়ে কিছু সদস্যকে গ্রেফতার করল বিনা অপরাধে।[৬] এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নরেন সেন ধীরেন দাস গুপ্ত ,অমূল্য চন্দ্র সেনগুপ্ত যোগেন চক্রবর্তী প্রভৃতি। তাই সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ অনেক মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়। আবার পরবর্তীকালে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় যে সমস্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে তাহা পুলিশের কাছে কিছু বিশ্বাসঘাতক এর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। কয়েকদিন পরে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় এর কর্মী দলকে নিয়ে বরিশাল ষড়যন্ত্রের মামলা হয় এ মামলায় প্রিয়নাথ আচার্য রাজসাক্ষী হয়ে সকল কথা প্রকাশ করে দেয় এবং তারপরই সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় হইতে প্রথম বৈপ্লবিক কার্যকলাপের কথা প্রথম বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হয়।এই সমস্ত কারনে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় উঠে যায় এবং সেখানকার বৈপ্লবিক কর্মীবৃন্দ কিছুক্ষণের জন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।[৭]

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হয়ে যাবার পর মাখন বাবু কলকাতায় অতি কষ্টে জীবন যাপন করতে শুরু করলেন এরপর তাঁরসর্বক্ষণিক কর্মধারার কেন্দ্রবিন্দু হল কলকাতা। সামরিক বৈপ্লবিক কর্মধারা কিছুদিন বন্ধ থাকার পর **১৯১৩** সালে মাখন বাবু কলেজ স্কোয়ারের পূর্বদিকে উইলকিন্স প্রেস এর উপর তলায় ঘর নিয়ে থাকতে শুরু করেন। এই ঘরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কুমার-কৃষ্ণ দত্ত, মৌলানা লিয়াকত হোসেইন প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ প্রায় আসতেন। **১৯১৪** সালে বর্ধমান ও কাঁথি তে প্রবল বন্যা হয় সেই সময় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর সহযোগিতায় মাখন বাবুর বন্যায় সাহায্য এর জন্য অগ্রসর হন এক প্রকার দামোদরের প্রবল জলোচ্ছাস সাঁতরে পার হয়ে পৌঁছান। ওই জায়গার বন্যা বিপর্যস্ত অবস্থার ঘটনা তুলে ধরে সরকারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

১৯১৯ সালের **১৩**ই এপ্রিল জালিওনাবাগ এর ঘটনা নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চারিদিকে তীব্র আন্দোলনে শুরু হলো কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আয়োজন হয়েছে। মাখন বাবু ওই বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিলেন। কিন্তু এই সময় মাখন বাবুকে এক বিরূপ অবস্থার মধ্যে পড়তে হলো। একদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর নেতৃবৃন্দের প্রতি মাখন বাবুর সম্পর্ক ছিল খুব গভীর। তাহারা দাঁড়িয়েছেন মহাত্মা গান্ধীর বিপক্ষে।[৮] বৈপ্লবিক কর্মীবৃন্দ অধিকাংশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এর পক্ষে। তিনি এই অবস্থায় কি করবেন। তিনি দাঁড়াইলেন তার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে। কলেজ স্কোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব দেন। বিপিনচন্দ্র পাল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। বিতর্ক সৃষ্টি হল।[৯] প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট হইতে লাগিল প্রস্তাব গৃহীত হয় তার জন্য মাখনবাবু বহুবার চেষ্টা করলেন ও শেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপর গান্ধীবাদ এর সমর্থন করার জন্য মনোমালিন্য সৃষ্টি হল। বিপ্লবীরা আলিপুর মামলায় যেহেতু সুন্দর সহযোগিতা করার জন্য দেশবন্ধু তাদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির বিরোধিতা এই কারণেই। তাই মাখন বাবুর সঙ্গে

তাদের একটা দূরত্ব শুরু হল। বিপ্লবীদের কাছে মাখন বাবু তাদের শ্রদ্ধা হারাইল। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে অনুশীলন সমিতির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো।[১০]

মাখন বাবু ও আনন্দ বাজার পত্রিকা– এই আনন্দ বাজার পত্রিকা পত্রিকার ঐশ্বর্য প্রতিপত্তির মূলে রয়েছে কিন্তু মাখন বাবুর কর্মশক্তি। কিন্তু কালের চক্রান্তে এই মাখন বাবুই কোনোদিন মূল্য পায়নি। অসহযোগ আন্দোলনের শেষের দিকে ভারতবর্ষে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল জনমতের সৃষ্টি হয়।বাংলায় এই বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। বাংলা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিরা গান্ধী নীতির সমর্থক ছিলেন তারা একটি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সম্বল তাদের ছিল না। ওই উদ্যোক্তাদের মধ্যে মাখন বাবু ছিলেন অন্যতম। তখন তিনি অনুরোধ করেন তার নিকটতম বন্ধু সুরেশ চন্দ্র মজুমদার কে যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের মালিক।[১১] কিন্তু তিনি এককভাবে মালিক ছিলেন না। অন্য একজন মালিক ছিলেন মৃণাল কান্তি ঘোষ মহাশয়। সুরেশবাবু মৃণাল বাবুকে রাজি করে বিশিষ্ট লেখক প্রফুল্ল সরকার মহাশয় এর যোগ্য সহায়তা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার জয়যাত্রা শুরু হয়। শেয়ার থেকে পাওয়া সাড়ে ছয় হাজার টাকা মূলধন নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা বাহির হল। **১৯২২ সালে ২৫থে ডিসেম্বর (১৩২৯ ১০ থ পৌষ)**।[১২] প্রথম সংখ্যা সংবাদপত্র জগতে একটা চাঞ্চল্যকর আলোড়ন সৃষ্টি হল। অল্প দিনের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এর বিরোধিতায় পত্রিকারখানি চলার পথে বহু বাধা সৃষ্টি হল। শেয়ারে আদায়কৃত সাড়ে ছয় হাজার টাকা ফুরিয়ে গেল। প্রায় গৌরাঙ্গ অফিসের 24000 টাকা ঋণ হয়ে গেল। মৃনালবাবু আনন্দবাজার পত্রিকা পরিচালনার ভার ছেড়ে দিলেন। সুরেশ বাবু আনন্দবাজার পত্রিকা বন্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। সেই সময় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন। আর প্রফুল্ল সরকার ছিলেন সম্পাদক। এই রকম খারাপাবস্থায় সহ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কে সঙ্গে করে মাখন বাবু ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করলেন।আনন্দবাজার পত্রিকার আস্তে আস্তে সুনাম আরম্ভ হলো। উচ্চাঙ্গের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো। এই সুনাম হইতেছে দেখিয়া স্বরাজ্য দল আনন্দবাজার পত্রিকার বাধা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হলো যেহেতু বিক্রয় করার কন্টাকটার ছিল স্বরাজ্য দলের হাতের লোক অনেক সময় আনন্দবাজার পত্রিকা কে স্বরাজ্য দল কিনে নিয়ে পুড়িয়ে দিত।[১৩] হকারদের মারফত কাগজ বিক্রি করতে পারত না। দিনের পর দিন আনন্দবাজার খুব কষ্টের মধ্যে চলতে লাগলো। পরবর্তীকালে সুরেশবাবু বারংবার পত্রিকা বন্ধ করতে বললেন কিন্তু কোনো অর্থ সাহায্য করতেন না বটে কিন্তু মাখন বাবুকে শ্রদ্ধা করতেন। মাখন বাবু ভিক্ষা করিয়া আনন্দবাজার চালাইতেন। 1926 সালের 6 এপ্রিল তারিখ বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রবল দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই হিন্দু মুসলিম বিরোধ থেকে রক্ষার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা র মাধ্যামে দাঙ্গার ঘটনা অসীম সাহসে সংগ্রহ করেন মাখন বাবু। পত্রিকাটি বাঁচানোর জন্য মাখন বাবু এবং সুরেশবাবু সর্বক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় হব 'বাংলা কথা' ও ফরোয়ার্ড পত্রিকার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এরই মধ্যে এক বছর আগে দেশবন্ধুর প্রয়াণ হয়। অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার 1928 সালের শেষভাগ পর্যন্ত বাঁচিয়ে থাকে। সুরেশবাবু ও মাখন বাবু দুজনেই চিন্তা করতে লাগলেন। কিভাবে এই কাগজটি কে বাঁচানো যায়। কলকাতায় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে তখন মাখন বাবু সম্পাদক মহাশয় কে বললেন ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মধারার ইতিহাস লিখতে। এরজন্য সমস্ত উপাদান তিনি সংগ্রহ করবেন। তখন সত্যেন বাবু, সুরেশবাবু, মাখন বাবু এবং প্রফুল্ল বাবু ও অমুল্য চন্দ্র বাবুর মতো বিভিন্ন লেখকের এর উপর লেখার ভার দিলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে স্মাস্তা লেখকের লেখা দেখার তার মান নির্ণয়ের ভার রইলো অমূল্য চন্দ্র সেনগুপ্তর উপর মাখন বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিপ্লবী চিন্তা ও কর্ম ধারাকে পাথেয় করে প্রথম সংখ্যাটি ছাপা হলো প্রায় পাঁচ হাজার কপি[১৪] তার তিন হাজার কপি মফস্বলে পাঠানো হয়েছিল। দুই হাজার কপি কংগ্রেস মন্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দুই ঘন্টার মধ্যে ওই কপি সমস্ত কিছু বিক্রি হয়ে গেল বহু লোক না পাইয়া হতাশ হইল এই বিশেষ সংখ্যা খানি আনন্দবাজার পত্রিকার জীবনে একটি মস্ত বড় ঘটনা। এই সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর দিন থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার বেড়ে গেলো। আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি শুরু হল। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে ডবল ফর্মা কম্পোজ কোরিয়া এবং সারাদিন ছাপাইয়া চাহিদা মেটানো সম্বব হইলো না। সুরেশবাবু একটি রোটারি মেশিন কেনার সংকল্প

করলেন। এবং তখন তিনি এই মেশিন আনন্দবাজারের নামের না কিনে নিজের নামে কিনে আনন্দবাজার পত্রিকা কে ভাড়া দিতে শুরু করলেন।[১৫] তারপর থেকেই মাখন বাবুর সঙ্গে তার মতবিরোধ বাড়তে শুরু করল। রোটারি মেশিন বসিবার পর থেকেই সুরেশবাবু মনের অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হইল। মানসিকভাবে মাখন বাবু কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হলেও আপত্তি করলেন না তবে সুরেশবাবু মাখন বাবু কে বললেন আনন্দবাজারের আদর্শের কোনো পরিবর্তন হবে না বরং তিনি শুধু মুদ্রণের দায়িত্ব নেবেন। ক্রমশ বিরোধের খাদ চওড়া হতে শুরু করল। সেই বিরোধ থেকেই মাখন বাবুর প্রতি সমর্থনকারীদের উপর সুরেশবাবু বিরূপভাব ধারণ করলেন। তার প্রথম শিকার হলেন বার্তা সম্পাদক অমূল্য চন্দ্র সেনগুপ্ত। তারপরই বুক ভরা বেদনা লইয়া মাখন বাবু আনন্দবাজার ত্যাগ করলেন সুরেশবাবু তার মাসিক বৃত্তির একটা ব্যবস্থা করে দেবেন বলে তাকে আশ্বাস দেন মাখন বাবু তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। আনন্দবাজারের সঙ্গে মাখন বাবুর সম্পর্ক শেষ হলো।[১৫]

মাখন বাবু ও ভারত পত্রিকা- আনন্দবাজার পত্রিকা ছাড়িয়ে যাবার পর মাখন বাবু 28 নাম্বার স্ট্যান্ড রোডে 'জার্নালিস্ট কর্নার' নাম দিয়ে সাংবাদিকদের মিলনস্থল প্রতিষ্ঠা করেন। আস্তে আস্তে এখানে যারা আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে এসেছিলেন তারা ও তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সাংবাদিকগণ এর মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হচ্ছে। কংগ্রেস প্রস্তাব করেছে ভারতে মহাযুদ্ধ তে ব্রিটিশ দের সাহায্য করবে না। বাংলার জাতীয়তাবাদের সংবাদপত্র গুলির মধ্যে একখানি ও কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী চলতে পারল না। অবশ্য সমর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কিছু করা যুদ্ধের সময় কোন সংবাদপত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সমর প্রচেষ্টায় সহায়তা করে কোন সংবাদপত্র কে বাধ্য করা যাইতো না। সরকার এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাল। ব্রিটিশ সারকার প্রলভন দেখাল সংবাদপত্রগুলোকে প্রচুর টাকা দিয়ে সাহায্য করা হবে যারা যুদ্ধের পক্ষে প্রচার করবে। অনেক সংবাদ পত্র লোভ সংবরণ করতে পারল না। এইরকম টালমাটাল সময়ে মাখন বাবু দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একটি সংবাদপত্র বার করার কথা কল্পনা করলেন। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন এ স্বল্প পুঁজি দিয়ে কিভাবে একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করাবেন। এবং নিজস্ব এক পয়সা সঞ্চয় ছিল না। তখন মাখন বাবু তার বন্ধুদের নিকট আবেদন জানিয়ে একটা লিমিটেড কোম্পানি গঠন করলেন। এই কোম্পানির নাম হলো 'ভারত জার্নেলস লিমিটেড'। 1939 সালে 20 নম্বর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটস থেকে ভারত প্রকাশিত হলো। সম্পাদক হলেন শ্রী প্রভাত কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সহকারি সম্পাদক হলেন শ্রী শচীন সেনগুপ্ত ও দেবজ্যোতি বর্মন এবং বার্তা সম্পাদক হলেন অমূল্য চন্দ্র সেনগুপ্ত। 20 নম্বর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটস্থ প্রেসের পরিচালক শ্রী নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পত্রিকা মুদ্রণের ভার গ্রহণ করলেন।[১৬] 1939 সালে 10 থ নভেম্বর ভারত পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বার হইল। তাদের সবার উপরে রইলেন শ্রী মাখনলাল সেন। কবিগুরু এই পত্রিকার প্রতি আশীর্বাদ কামনা করলেন। 1942 সালের গান্ধিজির মহান ডাকে ভারতছাড়ো আন্দোলনের সমস্ত ঘটনা ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হল। কিন্তু অচিরেই সরকার পক্ষের সঙ্গে এই পত্রিকার বিরোধ দেখা দিল। ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রকাশ্যে প্রচার করার জন্য এই সংবাদপত্রের উপর ব্রিটিশ সরকারের খড়গহস্ত নেমে এলো। ভারতের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ।1942 সালের 20 সে আগস্ট। 'রাজশক্তির সম্পাদকীয়' প্রবন্ধ ভারত ঘোষণা করেছিল" ইংরেজি ভারত ত্যাগের সূচনা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভারতের স্বাধীনতা আর বিলম্ব নেই।" **১৯৪২** সালের **২৬** সে নভেম্বর মাখন বাবু গ্রেফতার হন।[১৭] **১৯৪৫** সালে মাখন বাবু বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করেন এরপর তিনি ভারত পত্রিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। খ্যাতনামা সংবাদপত্র ব্যবসায়ী শ্রী রমানাথ গোয়েনকা কলিকাতা হইতে ইস্টার্ন এক্সপ্রেস নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা বাহির করিতেন। তিনি মাখন বাবু কে ইস্টার্ন এক্সপ্রেস পত্রিকার সহযোগিতায় ভারত পত্রিকা বাইর হইতে আহ্বান করেন। **১৯৪৬** সালের পয়লা জানুয়ারি ভারত পত্রিকা পুনঃ প্রকাশ করেন।[১৮] পরবর্তীকালে ভারত পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হওয়ার পর জনসাধারণ সাদরে বরণ ,করল ভারত জনপ্রিয়তা লাভ করল কিন্তু জনপ্রিয়তা লাভ করিলেও অচিরেই ভারত পত্রিকা তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের রোষানলে পড়ে। এসময় বাংলাদেশের মুসলিম লীগের রাজত্ব চলছিল। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' এই স্লোগান কে সঙ্গে আন্দোলন নিয়ে দাঙ্গা চলিতেছে। এই দাঙ্গায় স্বতন্ত্র সংবাদ পরিবেশন ও বলিষ্ঠ সম্পাদকীয়তে তৎকালীন জনগন এর কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ভারতের যে পরিমাণ কাগজ বরাদ্দ

ছিল সে পরিমাণ কাগজ কুলাইতে ছিল না। সেই কারণে লীগ সরকার রোষ দৃষ্টি ভারতের প্রতি পরিল।[১৯] ভারতকে 10000 টাকা পাইকারি জরিমানা করল। দ্বিতীয় পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো উত্তম চাঁদ লিখিত সুভাষ বসুর ভারত হইতে অন্তর্ধান এটা ধারাবাহিকভাবে এই অনুবাদ ভারত ই প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ভারতের অনুবাদ এত সুন্দর হইত যে লোকে মূল ইংরেজি বা অন্য কোন পত্রিকার অনুবাদ না পড়িয়া ভারত পত্রিকার অনুবাদ পরিবার জন্য অতি ব্যগ্র হত। কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ ও দোহা সাহেবের দুর্নীতি বিরুদ্ধে মাখন বাবুর পরিচালনায় ভারত পত্রিকা মানুষের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রবল প্রতিপত্তি শীল পুলিশ দোহা ভারাতের বিরুদ্ধে মামলা করেন। শ্রী যুক্ত গোয়েঙ্কা ইস্টার্ন এক্সপ্রেস পত্রিকা 'ডালমিয়া জৈন ট্রাস্ট' হাতে অর্পণ করেন।[২০] কিছু কাল বাদে ভারতের পরিচালনার ক্ষেত্রে মাখন বাবুর সঙ্গে পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তখন মাখনবাবু ভারত পত্রিকা বন্ধ করে দেন। ভারত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কর্মময় জীবনে এক প্রকার তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রী মাখনলাল সেনের কর্মময় জীবনের ইতিহাস বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলন বিপ্লব আন্দোলন ও কংগ্রেসের আন্দোলনের শহীদ এবং বাংলা সংবাদপত্র অভ্যুত্থানের ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই ইতিহাস আজ হয়তো অনেকটই আজ ও হয়তো বিস্মৃতি। আজও মাখন বাবুর কৃতিত্ব লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে আসা হয় না। প্রশ্নটা জেগে ওঠে মাখন বাবু ও তার সহকর্মীরা আনন্দবাজার পত্রিকা কি আদি স্রষ্ঠা? যার বলিষ্ট নেতৃত্ব আনন্দবাজার পত্রিকাকে নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে সত্যি রক্ষা পেয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজতে চেষ্টা করা হলো? সত্যি কি এই স্বদেশ প্রেমিক কি সত্যি মূল্য পেলো? সাংবাদিক হিসেবে তৎকালীন সময়ে একের পর এক এক অনামী সংবাদ পত্রকে একটি অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। আজকের দিনে বৃহৎ সংবাদপত্র এই মানুষটিকে নূন্যতম সন্মান দেখাতে পারত। মানুষটি সারা জীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে নির্লোভ মানুষটি নিস্বার্থ সংগ্রাম করিয়াছেন। তার এই অনলস সংগ্রামকে পাথেও করে স্বদেশ চিন্তা থেকে সাংবাদিকতা সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি তার বিপ্লবী সত্তাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. সেনগুপ্ত, অমুল্যচন্দ্র, শ্রী মাখনলাল সেন, প্রকাশক, শ্রী গোপাল চন্দ্র সেন, ১৯৫৬, কলকাতা পৃ. ২
২. রায়, শ্রী ভবতোষ (সম্পাদক), বিপ্লবী পুলিন দাস, ১৯৮৩, গীতা পাবলিশার্স, পৃ. ২৫
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা 12
১০. Bhattacharya, Buddhadev, (Edited), Freedom struggle and Anushilon samity1979 kolkata, p. 45
১১. নিধি, অমূল্য, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংবাদিক অমূল্য চন্দ্র সেন গুপ্তের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে একটি স্মৃতি সংকলন প্রকাশ ১৯৬১ পৃ. ০৭
১২. আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৯২২ সালে ২৫থ ডিসেম্বর, জাতিয় গ্রন্থাগার
১৩. বসু, সৌম্য, বিতর্কিত দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র বসুর রাজনীতি বুক পোস্ট পাবলিকেশন্স 2022 পৃ. ৮৫
১৪. চন্দ্র, অমূল্য, শতবর্ষ উপলক্ষে একটি স্মৃতি সংকলন প্রকাশ ১৯৬১ পৃ. ৫২
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

১৮. স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংবাদিক অমূল্য চন্দ্র সেন গুপ্তের এর পুত্র নরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত এর প্রবন্ধ 'সনিষ্ঠ ত্যাগবতী সাংবাদিকতার প্রতীক'

১৯. নিধি, অমূল্য, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংবাদিক অমূল্য চন্দ্র সেন গুপ্তের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে একটি স্মৃতি সংকলন প্রকাশ **১৯৬১** পৃ. ৭৬

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০